লাইলাতুল ক্বদরে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আজকের আলোচনার বিষয়, **"লাইলাতুল ক্বদরে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে"**

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, সূরা ৯৭ঃ ক্বদর, আয়াত ১ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি ক্বদরের রাতে"

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, সূরা ৪৪, দুখান,আয়াত ৩ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রাতে"

পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছে, সুরা ২ঃ আল বাকারা, আয়াত ১৮৫ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ

অর্থঃ "রমজান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে"

morningbrightness.fi

একটি হাদিসঃ আহমদ ২২৩০, নাসাঈ ৪১২৯ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রমজান মাস এসে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন, হে জনমন্ডলী, তোমাদের উপর **রমজান মাস** এসে পড়েছে। এ মাস খুবই বরকতপূর্ণ, কল্যাণময়। আল্লাহ তোমাদের উপর এ মাসে **সিয়াম ফরজ করেছেন**। এ মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, আর শয়তানদেরকে বন্দী করে রাখা হয়। এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যে রাত হাজারো মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসের কল্যাণ হতে যে বঞ্চিত হয়, সে প্রকৃত হতভাগা।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, রমজান মাস সমাগত। রহমত, বরকত, নাজাতের মাস; এ মাসের একটি রাতে মানুষের হেদায়েতের জন্য কুরআন নাযিল হয়েছে। এ মাসে সাওম পালন করা ফরজ করা হয়েছে। আসুন সাওম পালনের মাধ্যমে আমরা তাকওয়া অর্জন করি, কুরআন পড়ি, কোরআন বুঝি এবং কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পালন করি।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

---

morningbrightness.in